

অন্তঃদুরের অন্নিদে

বোনদের কবিতা সংকলন

অন্তঃপুরের অলিন্দে

বোনদের কবিতা সংকলন



IFFAH
PUBLICATIONS

অন্তঃদুরের আলিঙ্গন

প্রথম প্রকাশ: একুশে বইমেলা ২০২৬

স্বত্ব: প্রকাশক

প্রচ্ছদ: রওশন আরা তাবাসসুম

বানান সমন্বয়: টিম ফাউন্টেন

পৃষ্ঠাসজ্জা: মুহারেব মুহাম্মাদ

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা: ঢাকা প্রকাশ, ০১৭৮৯৮৫৪৬০২

প্রকাশনা: ইফফাহ পাবলিকেশন্স, পবা, রাজশাহী

০১৮৬৬৫৬২৪৭২

একমাত্র পরিবেশক

ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স

বিক্রয়কেন্দ্র : দোকান নং ২১, কওমি মার্কেট ১ম তলা ৬৫/১ প্যারিদাস রোড,

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। ফোন: +৮৮০১৭৬৮-৮৬৪৪২৮ (সেলস)

+৮৮০ ১৭৮৯-৮৫৪৬০২ (অফিস)

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com, wafilife.com, Ahmad Shop-আহমাদ শপ,

Musaffa-مصفى, Deen's Choice, Nobarun Empire

ভারতীয় প্রাপ্তিস্থান

নিউ লেখা প্রকাশনী, ৫৭ ডি কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩

ফোন: +৯১৮০০১৬১৭০৪৬, +৯১৭০০৩৯০৪৬১৫

মুদ্রিত মূল্য : ৩০০৳

ISBN : 978-984-29323-9-7

প্রকাশকের ভূমিকা

কবিতা সবসময় নিছক শব্দের অলংকার নয়; কখনো তা আত্মার নিবিড় আর্তি, কখনো সময়ের নিশ্চূপ সাক্ষ্য, কখনো আবার অন্তরের গোপন আলাপন। মানুষের অনুভব, বিশ্বাস, বেদনা ও স্বপ্ন—সব মিলিয়ে যে অনির্বচনীয় ভুবন তৈরি হয়, কবিতা সেই ভুবনেরই শিল্পিত ভাষা। সেই অর্থে অন্তঃপুরের অলিন্দে কেবল একটি কবিতা সংকলন নয়; এটি একঝাঁক নবীন নারী কবির হৃদয়-অন্বেষণের দরজা, যেখানে ব্যক্তিগত অনুভূতি ও সামষ্টিক চেতনা একাকার হয়ে উঠেছে।

এই সংকলনের কবির অধিকাংশই তরুণী—কবিতার জগতে নতুন।

তাদের কবিতায় যেমন আছে আধ্যাত্মিকতার দীপ্তি, তেমনি আছে প্রতিবাদ, স্মৃতি, ভালোবাসা, আত্মসমালোচনা এবং বিশ্বাসের আলো। কখনো তারা ফিরে গেছে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের দিকে, কখনো ব্যক্তিজীবনের নিভৃত বেদনাকে ভাষা দিয়েছে, আবার কখনো সমাজ ও সময়ের প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে দৃঢ় কণ্ঠে। ফলে এই সংকলনের কবিতাগুলো কেবল আবেগের প্রকাশ নয়; বরং চিন্তারও এক অনন্য পরিসর তৈরি করেছে।

এই গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো—এখানে কবিতার ভেতর দিয়ে বিশ্বাস ও মানবিকতার এক অন্তর্মুখী সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কখনো তা ওয়াক্বুলের গভীর আস্থা, কখনো নামাজের প্রেমময় নিবেদন, কখনো নবিপ্রেম আবার কখনো মাতৃস্মৃতি কিংবা পিতৃবিরোধের বেদনামাখা শব্দ—সব মিলিয়ে কবিতাগুলো যেন জীবনের নানা স্তরের প্রতিচ্ছবি। একই সঙ্গে সমাজবাস্তবতা, সংগ্রাম এবং ন্যায়ের আকাঙ্ক্ষাও এই কবিতাগুলোর ভেতর স্পষ্টভাবে ধ্বনিত হয়েছে।

প্রকাশনা জগতের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি—নতুন কণ্ঠের বিকাশের জন্য

একটি উন্মুক্ত মঞ্চ প্রয়োজন। অন্তঃপুরের অলিন্দে সেই মঞ্চেই একটি বিনশ্র প্রয়াস। এখানে প্রতিটি কবি নিজের মতো করে শব্দকে সাজিয়েছেন; কখনো পরিণত, কখনো পরীক্ষামূলক, কখনো আবেগময়। এই বৈচিত্র্যই সংকলনটিকে প্রাণবন্ত করেছে। নবীনতার সারল্য এবং আন্তরিকতার যে দীপ্তি এখানে দেখা যায়, সেটিই ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে।

আমাদের বিশ্বাস, এই সংকলন পাঠকের কাছে শুধু কবিতার বই হিসেবেই নয়, বরং এক প্রজন্মের অনুভব ও চেতনার দলিল হিসেবেও বিবেচিত হবে। পাঠকের হৃদয়ে যদি এই কবিতাগুলোর কোনো একটি পঙ্ক্তিও নতুন ভাবনার আলো জ্বালাতে পারে, তবেই আমাদের এই উদ্যোগ সার্থক হবে।

নবীন কবিদের প্রতি আমাদের আন্তরিক শুভকামনা রইল—তাদের কলম আরও প্রজ্ঞাময় হোক, আরও গভীর হোক তাদের ভাষা, আর কবিতার ভুবনে তারা খুঁজে পাক নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয়।

আজমিন আক্তার ইভা
প্রকাশক, ইফফাহ পাবলিকেশন্স
পবা, রাজশাহী।
info.iffah@gmail.com

সূচিপত্র

▶ তাওয়াক্কুল.....	১১
▶ ইনকিলাবের ভোর	১৩
▶ প্রিয় হাদি.....	১৫
▶ ইশতেহার	১৭
▶ সংগ্রামের শতখাম	২০
▶ আসমান.....	২৩
▶ হতাম যদি ঐ মদিনার পাখি.....	২৫
▶ নারী সে তো রানি	২৬
▶ বই	২৮
▶ লাল-নীল রোদদুর.....	২৯
▶ নামাজ—এক প্রেমের বন্ধন	৩০
▶ বটবৃক্ষের ছায়া.....	৩১
▶ চিন্তার আড়ালে	৩৩
▶ শীতকালের স্মৃতিঘরে.....	৩৪
▶ জীবনবোধ.....	৩৬
▶ একটুকরো পৃথিবী	৩৮
▶ ছোট্ট ফুল.....	৩৯
▶ বিদীর্ণ স্বদেশ.....	৪১
▶ মৃত সভ্যতা.....	৪৩
▶ আমার নবি মুহাম্মদ (সাল্লাল্‌ল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)	৪৫
▶ আমি হারিয়ে যেতে চাই	৪৭
▶ রক্তে আঁকা ভূমি.....	৫০
▶ ৫২ থেকে ২৪	৫১

৮ ♦ অন্তঃপুরের অলিন্দে

▶ আল্লাহ্ মহান.....	৫৩
▶ মেরাজ	৫৫
▶ প্রকৃতির অভিমান	৫৭
▶ ফুলের বিরহ.....	৫৯
▶ বেহিসাবি.....	৬১
▶ সুকুন.....	৬৩
▶ নিস্তরুতার আলাপ	৬৪
▶ বুবুর অসিয়ত.....	৬৫
▶ হৃদয় নিঃসৃত কথা.....	৬৭
▶ নারীর ভূষণ	৬৮
▶ শান্তির শোকলিপি	৭০
▶ জানো তিনি কে?.....	৭২
▶ প্রিয় মাহরাম.....	৭৩
▶ মা	৭৫
▶ দায়ভার	৭৭
▶ সময় ফুরোলে	৭৯
▶ ভাঙার পরে উঠে দাঁড়ানো	৮১
▶ শহিদ ওসমান হাদি.....	৮৩
▶ আমাদের মুকাদ্দাস	৮৫
▶ তুমি দূরে বহুদূর	৮৭
▶ চন্দ্রিমা.....	৮৮
▶ আত্মার প্রশান্তি.....	৯০
▶ অকারণে অজুহাত.....	৯১
▶ বিপ্লব মানে.....	৯২
▶ নীল অসুখ.....	৯৩
▶ মিছে ঘোর.....	৯৪
▶ আমি জীবিত	৯৫
▶ জাহেলি এক চিত্র.....	৯৭
▶ ওসমান হাদি : ইনসাফের ডাক.....	৯৯

▶ ফরিয়াদ.....	১০১
▶ আসমানি খামে, (নবিজির ﷺ শানে এক বেনামি চিঠি).....	১০৩
▶ আমি হতে চেয়েছিলাম দিঘির জলের মতো.....	১০৫
▶ আমার কেমন লাগে.....	১০৬
▶ তাহারে কেন শাসন করিলাম?.....	১০৮
▶ কেমন কইরা কই.....	১১০
▶ শূন্যতায় পূর্ণতা.....	১১২
▶ লাল জুলাই.....	১১৪
▶ নীরব দোয়া.....	১১৬
▶ প্রণয়.....	১১৮
▶ অসীম শূন্যতা.....	১২০
▶ হৃদ্যতা.....	১২২
▶ স্বস্তি (পদ্য উপাখ্যান).....	১২৪
▶ পৃথিবী যাদের বোকা বলে.....	১২৬
▶ প্রত্যাবর্তন.....	১২৭
▶ অনুশোচনা.....	১২৮
▶ হাসরে হলে দেখা.....	১২৯
▶ ভালোবাসার পাঠ.....	১৩০
▶ রবের সান্নিধ্যের সুকুন.....	১৩২
▶ মন বনসাই.....	১৩৪
▶ না দেখা মুখ.....	১৩৬
▶ আবু যাহরা.....	১৩৭
▶ মাদীনা.....	১৩৮
▶ বিজয়ের ফরিয়াদ.....	১৪০

তাওয়াক্কুল

নিশাত জাহান

ছায়াহীন মরু সতেজ সূর্যে পিপাসায় ফাটে হিয়া
বালিয়াড়ি আর রোদের মিশেলে মরুবক্ষ হাবিয়া।
মাতৃ হৃদয় আহা!
পিপাসার জল খুঁজে খুঁজে ফেরে
সাফা মারওয়ার রাহা।

হৃদয় গহীনে তাওয়াক্কুলের কূল উপচানো ধারা
তিনি তো আছেন তাদের জন্য তার কাছে চায় যারা।
শ্রান্তিতে ভাঙ্গে কায়
উপত্যকায় নেমে আসে ধীরে
ফেরেশতাদের ছায়া।

আবে জমজমে খেলে পুতুর! এ কি এ প্রভুর শান!
মায়ের দুচোখে জমজম নামে। ইয়া রব রহমান!!
যে জন ফিরেছে রবে
সে জন হয়েছে শূন্য-রিক্ত
এমন কি করে হবে!!

যুগ যুগ ধরে শত সহস্র কালের বিবর্তনে
আজো হাজেরার স্মৃতি অম্লান হাজ্জের আয়োজনে।
সংকটে শিক্ষায়
প্রভুর দুয়ারে দাঁড়ানো মানুষ

ইনকিলাবের ভোর

নিশাত জাহান

আমরা এখন ভুগছি ভীষণ স্বদেশপ্রেমের স্বরে
শাহাদাতের আতর আগর ছড়িয়ে পড়ার পরে।

ঘর থেকে ঘর ছোঁয়াচে স্বর, দুই চোখে নাই ঘুম,
কান পেতে রই, বুক পেতে কই—’কে আছো মজলুম?’

রক্তে দারুণ উদ্দীপনা, দেশ সাজানোর নেশা
এক অজুতে আদায় করি ফজর এবং এশা।

অসম্ভবের সীমান্তপথ নির্ভয়ে দেই পাড়ি
সংশপ্তক, তুরগ তেজি, প্রদীপ্ত কাণ্ডারি।

শ্রোতের সাথে পাঞ্জা লড়ি প্রেমের আগল খুলে
ঐক্যমতের কাব্য পড়ি বিভেদ-প্রভেদ ভুলে।

বানের তোড়ে, প্রাণের জোরে ভাসিয়ে সকল পাপ
আনছি নতুন সুবহে সাদিক, অবাক প্রাণোত্তাপ।

আত্মা জুড়ে আত্মত্যাগের লিখছি অভিধান
ভুলেই গেছি লিখতে ওসব প্রেম-বিরহের গান।

প্রিয় হাদি

নিশাত জাহান

প্রিয় হাদি! তোমার কবরগাহে এখনো লোকের ভিড়।
বাতাসের কোলে হালকা সুবাস গাঁদা আর করবীর।
আওয়াজে আওয়াজে মুখরিত রোজ—ইকামত, তাকবীর।
তোমার কিনারে পদধূলি পড়ে হাজারো মুসল্লির।

আজানের সুরে পালায় ইবলিশ, আসেন ফেরেশতারা
অযুর পানিতে খসে খসে পড়ে পাপের পলেশ্তারা
তোমার জন্য হাত তুলে কাঁদে পাক সাফ বান্দারা।
তুমি যে শেখালে আজাদির পাঠ—টানটান শিরদাঁড়া!

কোলের শিশুকে বাবা মা দেখায়—’এখানে ঘুমায় হাদি।
বল সোনা মনি—চাচ্চু আমরা এখনো ভীষণ কাঁদি।
তোমার স্বপ্ন পূরণ করার প্রত্যাশা বুকে বাঁধি—
এই দুনিয়ায় আবাদ করব ইনসাফ ও আজাদী।’

বৃদ্ধা মায়েরা কাঁপা কাঁপা চোঁটে পড়ে ইয়াসিন, ক্বাফ
ইয়া গাফফার! হাদির কবরে দিও না গোরের চাপ।
অশ্রুশিশিরে ধোয়া শত দোয়া, রোনাজারি নিষ্পাপ!
তোমাকে জড়িয়ে কত যে আবেগ! হৃদয়ের উত্তাপ!

রঙের ঝোপে কাঁপন তোলে সে আবেগের নিঃশ্বাস
তোমার বিরহে বোবা শোকে কাঁদে বাবাহীন ফিরনাস।

ইশতেহার

শেখ সুমাইয়া তাবাক্কুম

শতকের খাণ এসে কড়া নাড়ে দুয়ারে;
রীতিনীতি ছারখার, এইবার জাগো রে!
ফলে-ফুলে সুশোভিত বাংলার অঞ্চল,
ওসমান জেগে দেখে রক্তের কোন্দল।

সব ঘর ভেঙে গেছে, কোথা আছে আশ্রয়?
মা-মাটি পরে সব, ক্ষমতার প্রশ্রয়!

নয়ছয় হল খুব, বিচার না গ্রহসন?
বিশ্রী এ জগতে, আমি বাকি হতে খুন!
নষ্টরা করে শুধু এই দেশে লুটপাট,
হাদিরা ভেঙে দেয়—জালিমের রাজপাট।

দিকপাল ওসমান চলে গেছে বহুদূর,
রক্তের বন্যায় ভেসে গেছে সব সুর।

ইনসাফ, সততা; আর কে চাইবে?
শঠতা, চাঁদাবাজি; কে এসে রুখবে?
তেলমারা ভক্তরা; আর কত হাসাবে?
হাদিরা থেমে গেলে; দেশ কে বাঁচাবে?

রেডিও-টিভিতে, কতশত লেকচার;
রঙচং চড়িয়ে, মিথ্যা সম্প্রচার!

সব দাস নিয়মিত ন্যারেটিভ গুলে খায়—
তফসিলের পরদিন প্রার্থীরা মারা যায়!
তার স্বরে চিৎকার লাখো-কোটি তাকবির;
স্বার্থপরের দল, পরাতে চায় জিজির।

ধীরস্থির জাবেরেরও কণ্ঠে অগ্ন্যুৎপাত;
নতমুখে ইন্টেরিম, বিচারহীন কষাঘাত!

তারপরে ওসমান, চলে গন্তব্যে;
সারবাঁধা প্রিয়জন, অটল কর্তব্যে।
রক্তের ঋণে যারে ওসমান বেঁধে গেছে;
বড় দায় দুই কাঁধে, কাজ বহু বাকি আছে।

ভৌগোলিক অক্ষরেখা, কিংবা সীমান্তে;
মরেও বেঁচে আছে, শরীফ আদ্যোপান্তে।

হৃতকথা ভুলে যাও, সময় ঘুরে দাঁড়াবার;
ওঙ্কার ছেড়ে করো মস্তিষ্ক ক্ষুরধার।
ইনকিলাব জিন্দাবাদ—আজীবন চলবে;
নব্য জালিম পতনে, সিন্দাবাদ লড়বে।

সাত সাগরের মাঝি, বৈঠা হাতে যার;
ফজরের পরে ফের— হয়ে ওঠো দুর্বার।

প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ, প্রতিটা মুহূর্তে;
তিমির ঘনায় আরো, কালের বিবর্তে।
ষড়ঋতু পার হয়, বিচারটা ফেলনা?
ঠাটবাট ঠিক আছে, হৃদয়টা খেলনা!

রক্তিম সূর্য রোজ উঠে আলো দেয়;
তামাদি পার করে, ঘুসখোর আমলায়!

সংগ্রামের শতখাম

শেখ সুমাইয়া তাবাক্কুম

দিকে দিকে ছড়িয়েছে, একটাই সংবাদ;
বাংলার মাটিতে, মিশে আছে প্রতিবাদ।
বৈদিক যুগ থেকে শুরু হওয়া সংগ্রাম,
শেষ কি হয়েছে আজও, নাকি বাকি শতখাম?

তুর্কি বা মোঘলের ধ্যে আসা লস্কর,
স্বাধীন নবাবের পিছে থাকা তস্কর;
মীর জাফরেরা যত, আছে নিয়ে খঞ্জর:
শাহজালালের ভূমি- আজও জয় দুস্কর!

গণেশের রাজত্বে, নুর কুতুবের ন্যায়;
তিতুমীর বাণ ছোড়ে, ব্রিটিশের কাফেলায়।
ফরায়েজী আহ্লান, জানিয়েছে হাজীসাব;
তাহাজ্জুদে হাসিনায়, রঙ খেলে শাপলায়।

ঠিক কত জল গড়িয়েছে পদ্মা ও গঙ্গায়?
ফারাক্কা খুলেছে, ইলিশ উলটো সাঁতরায়ে!
পদ্মার পার থেকে বুয়েটের আঙিনায়;
মাবরাতের শিবিরে, আবরারে মার খায়!